সব অংশের কলেজ শিক্ষা কর্মীদের কাছে,
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের আবেদনঃ-

প্রিয় সাথীবৃন্দ,

রাজ্যের সমস্ত কলেজের শিক্ষা কর্মীদের কাছে এই মুহূর্তে প্রথম এবং প্রধান মাথাব্যথার কারণ হলো শিক্ষা কর্মীদের ন্যায় সঙ্গত দাবিগুলি নিয়ে রাজ্য সরকার উদাসীন । বারংবার আবেদন নিবেদন করেও শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব সাক্ষাৎ করছেন না। সব থেকে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হলো দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পাহাড় প্রমাণ মহার্ঘ্যভাতা বকেয়া। মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সরকারের টালবাহানা। কলেজগুলোতে স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ। কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের কথা বলা হলেও কমিশন নিশ্চুপ। দীর্ঘদিন শিক্ষাকর্মীদের প্রমোশনের সুযোগ বন্ধ হয়ে আছে। পূর্ণ সময়ে সুইপার পথ সহ অন্যান্য বেশ কিছু পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই সময় অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। কিন্তু তাদের স্থায়ী করণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। প্রধান করণিকদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হচ্ছে না ।এক ই ভাবে ক্যাশিয়ার ও অ্যাকাউনটেন্ট এবং প্রধান করনিকের পদ শূন্য হয়ে পড়েছে অনেক কলেজে। ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট এর সম্পর্কেও সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাইছে না । এর মধ্যে নয়া পেনশন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ। যেখানে একজন কর্মচারী অবসর গ্রহণের পর প্রতি মাসে কত টাকা পেনশন পাবেন বা আদৌ পাবেন কিনা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বিপুল শূন্য পদ, পূরণ না করে রাজ্য সরকার বেশ কিছু পদ তুলে দিয়ে কলেজগুলির পরিচালনার জন্য এখন এজেন্সি মারফত বা আউটসোর্সিং করে কলেজগুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে । এখানেই শেষ নয়, এই সরকার শিক্ষা কর্মীরা মিটিং, মিছিল, সভা সমিতি করলে ক্ষেপে গিয়ে ফতোয়া জারি করছে। মাঝে মাঝে কালা ফতেয়া জারি করে শায়েস্তা করার চেষ্টা করছে তাতেও যখন আটকাতে পারছে না, তখন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছে সংগঠন ভাঙার জন্য ভয়-ভীতি হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এহেন স্বৈরাচারী মানসিকতা এবং শিক্ষা , শিক্ষাকর্মীদের প্রতি উপেক্ষা বঞ্চনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে আগামী ৮ ই ডিসেম্বর ২০২৩ শুক্রবার বেলা ১২ টায়, কলকাতা y চ্যানেলে এক ঐতিহাসিক সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।

ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নিজেদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে আপনাদের সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

অভিনন্দন সহ

সুব্রত চক্রবর্তী

সাধারণ সম্পাদক

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়ন।